চীন: পরাশক্তির বিবর্তন-২

আনু মুহাম্মদ

চীন কি সমাজতান্ত্রিক না পুঁজিবাদী না নতুন এক ব্যবস্থার দেশ? এই প্রশ্ন নিয়ে বিশ্বব্যাপী বিতর্ক থাকলেও এব্যাপারে সবাই একমত যে, বর্তমান বিশ্বে চীন এক পরাশক্তি। প্রচলিত জিডিপি বিচারে যুক্তরাষ্ট্রের পরই দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি। আর ক্রয়ক্ষমতার সমতার নিরিখে (পিপিপি) বিচার করে চীন এখন বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি। পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতিতে চীনের প্রভাব ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। এর পাশাপাশি চীন সাম্রাজ্যবাদী বিশেষণেও অভিহিত হচ্ছে। এই চীন তার বিশাল জনসংখ্যা নিয়ে কীভাবে বিপ্লব করেছিল? বিপ্লবের পর চীনের অগ্রযাত্রা আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করবো? সম্প্রতি চীনের দ্রুত বিস্ময়কর অর্থনৈতিক গতির রহস্য কী? দেশের ভেতর বৈষম্য, দুর্নীতি বৃদ্ধি, বিশাল ধনিক গোষ্ঠীর প্রবল আধিপত্য ইত্যাদির সাথে কমিউনিস্ট পার্টির একক শাসন কীভাবে সঙ্গতিপূর্ণ? কথিত বাজার সমাজতন্ত্রেরই বা স্বরূপ কী? বিশ্বের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য এর তাৎপর্য কী? এসব প্রশ্ন অনুসন্ধান করতেই এই লেখার পরিকল্পনা। কয়েক পর্বে প্রকাশিতব্য এই লেখার দ্বিতীয় পর্ব...

কমিনটার্ণ ও কুওমিনটাং: ঐক্য ও সংঘাত

কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক সংগঠনের নাম ছিল 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক' বা 'কমিনটার্ণ'। এর নীতি, সমর্থন ও পরামর্শ প্রাথমিক পর্যায়ে চীনে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তবে তাঁদের অবস্থান নিয়ে বিতর্ক ও বিরোধিতাও সৃষ্টি হয়েছিল। মাও সেতুংসহ নেতৃবৃন্দের কেউ কেউ কোন কোন পর্যায়ে কমিনটার্ণের নীতি বা পরামর্শ অগ্রাহ্য করেছেন। ১৯২০ থেকে ১৯২৭ সময়কাল পর্যন্ত চীনের বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে তৃতীয় আন্তর্জাতিক বা কমিনটার্ণের যে নীতি ছিল তা সোভিয়েত ইউনিয়নের একজন বিশেষজ্ঞ পরে সারসংক্ষেপ করেছেন এই ভাবে: 'ক. কমিউনিস্ট পার্টিতে বিপ্লবী মার্কসবাদী শক্তিসমূহের সমাবেশ ও সংহতকরণে সহযোগিতা করা। মার্কসবাদী ক্যাডারদের প্রশিক্ষণ দেয়া। সংকীর্ণতাবাদ, একপেশে দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মুক্ত হয়ে যাতে এই পার্টি সর্বহারার ব্যাপক জনভিত্তিক সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠতে পারে তাতে সহযোগিতা করা। খ. শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের মতাদর্শ হিসেবে মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠায় যথাযথ সহযোগিতা, কৃষক আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠ মৈত্রী এবং কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন গণ ও শ্রেণী সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি করা। গ. জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনে কমিউনিস্টদের সমবেত করা, যে আন্দোলনে তখন নেতৃত্ব দিচ্ছিল কুওমিনটাং পার্টি। এবং একটি ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ফ্রন্ট-এর মাধ্যমে লড়াই পরিচালনা করা। এর মধ্যেই শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে প্রলেতারিয়েত তার আধিপত্য তৈরি করে চীনকে অধনবাদী বিকাশের পথে নিয়ে যাবে।'[১]

সানইয়াৎ সেন-এর মৃত্যুর পর চিয়াং কাই শেক কুওমিনটাং দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের উপদেষ্টারাও তাঁর নেতৃত্বের স্বীকৃতি দেন। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি তখন কুওমিনটাংসহ একসাথেই জাপানসহ বিদেশি আগ্রাসন বিরোধী লড়াই করছিল। বিরোধ তৈরি হয় চীনের অভ্যন্তরে সমর ও সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে লড়াই সংঘটিত করবার ক্ষেত্রে। এর মধ্যে ১৯২৬ সালে মাওসে তুং এর লেখা প্রথম কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ চীনা সমাজের শ্রেণী বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়। ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয় পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালিত অনুসন্ধানের প্রতিবেদন, হুনানে কৃষক আন্দোলনের অনুসন্ধান রিপোর্ট। এসবের মধ্য দিয়ে মাও চীনের বিপ্লবী সংগ্রামের রণনীতি রণকৌশল নতুন ভাবে বিন্যস্ত করবার তাগিদ উপস্থিত করেন। বাস্তব পরিস্থিতির এই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে কৃষকদের মধ্যে কাজ, কৃষক সংগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এর সাথে কমিনটার্ণ ও পার্টির নেতৃত্বের অনেকেই একমত ছিলেন না। কৃষকই বিপ্লবের প্রধান শক্তি, ভূস্বামীদের জমি বাজেয়াফত করতে হবে এই লাইনে মাও উত্থাপিত বক্তব্য কেন্দ্রীয় কমিটি তখন প্রত্যাখ্যান করে।

পার্টি তখন বস্তুত দু স্তরেই কাজ করছিল। একদিকে পার্টির সাংগঠনিক কাঠামোতে কাজের বিস্তার ঘটছিল অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লক্ষ্য নিয়ে কুওমিনটাং দলের মধ্যে কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে পার্টি নেতা কর্মীরা কাজ করছিলেন। যেমন মাও সেতুং তখন ছিলেন কুওমিনটাং কৃষক ব্যুরো এবং যৌথভাবে পরিচালিত কৃষক আন্দোলন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সহ পরিচালক। কৃষকসহ জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব বৃদ্ধিতে কুওমিনটাং নেতৃত্বের ভয় একপর্যায়ে বৈরী আক্রমণে পরিণত হয়। ১৯২৭ সালে চিয়াং কাই শেক কমিউনিস্টদের প্রভাব কমানোর জন্য পার্টির মধ্যে কমিউনিস্ট সদস্য কমানো এবং নানাপর্যায়ে কমিউনিস্ট বিরোধী অভিযান শুরু করেন। ক্রমে এই অভিযানের তীব্রতা বাড়তে থাকায় পার্টি আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হয়।

মাও সেতুং হুনানে গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন, পশ্চাদপসরণ করে পর্বতমালায় শক্তিশালী ঘাঁটিতে আশ্রয় নেন। ক্যান্টন গণঅভ্যুত্থান চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। কমিউনিস্ট বিরোধী সামরিক অভিযানের মধ্য দিয়ে সমগ্র চীনে চিয়াং কাই শেক-এর দলের একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৮ সালে হুনান এলাকায় সশস্ত্র বিপ্লবী ও সেনাবাহিনীর বিদ্রোহী সদস্যদের নিয়ে মাও এবং চু তে-র নেতৃত্বে গঠিত হয় রেড আর্মি বা লাল ফৌজ। কিয়াংসীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় বেশ কিছু অঞ্চল মুক্ত করে তাঁরা 'সোভিয়েত সরকার' ঘোষণা করেন। সেসময় বিদেশি দখলে থাকা সাংহাইতে লিলি শানসহ পার্টির কেন্দ্রীয় অন্য নেতৃবৃন্দ গোপনে কাজ করছেন। লিলি শান গ্রুপ দৃঢ়ভাবে শহরে গণঅভ্যুত্থান কেন্দ্রিক লাইন নিয়ে সক্রিয় ছিলেন। তাঁদের সাথে মাও এর গ্রামীণ সোভিয়েত সরকার লাইনের সংঘাত এই সময় তীব্র হয়। ১৯৩০ সালে লাল ফৌজ হুনানের রাজধানী চাংশা দখল করেও ধরে রাখতে পারেনি। চিয়াং এর বাহিনী এই সময় লাল ফৌজের ওপর প্রবল আঘাত করে হঠিয়ে দেয়

১. V. I. Glunin: "The Comintern and the Rise of the communist movement in China (1920-1927)" in R. A. Ulyanovsky: The Commintern and the East, Progress Publishers, Moscow, 1979.

এবং অন্য অনেকের সাথে মাও সেতুং এর স্ত্রী এবং বোনকেও হত্যা করে।

১৯৩১ সালে সাংহাইতে আত্মগোপন অবস্থায় পার্টির গোপন সভায় ওয়াং মিং কে পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। অন্যদিকে গভীর অরণ্যে চীনা সোভিয়েতসমূহের সম্মিলিত কংগ্রেসে সর্বচীন সোভিয়েত সরকারের চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হন মাও সেতুং, সামরিক কমান্ডার হিসেবে মনোনীত হন চু তে। এই সময়ে জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করবার পর চিয়াং কাই শেক লাল ফৌজ ধ্বংস অভিযান স্থগিত করেন। উত্তর পশ্চিম চীন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ অতিক্রম করে তখন। দুর্ভিক্ষে নিহতদের সংখ্যা বিভিন্ন হিসাবে পাওয়া যায় ৫০ লাখ থেকে ১ কোটি।

ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি কৃষক শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক সমর্থন ও সক্রিয় সদস্য বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। তার দ্রুত শক্তিবৃদ্ধি ও বিকাশের উৎস ছিল জনভিত্তি নির্মাণের মধ্যেই।

পার্টির জনভিত্তির বিস্তার

চীনা কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেছিলেন প্রধানত বিপ্লবী চেতনাসম্পন্ন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরাই। কিন্তু ১৯২৭ সালের মধ্যে এটি শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করতে সক্ষম হয়। তৃতীয় আন্তর্জাতিক বা কমিনটার্ণের বিশ্লেষণেও এর স্বীকৃতি পাওয়া যায়। তাদের দলিলে বলা হয় যে, নবগঠিত এই পার্টির প্রথম কংগ্রেসে মোটামুটি উপস্থিতি ছিল ৫০ জনের, ১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত চতুর্থ কংগ্রেস পর্যন্ত সদস্যসংখ্যা দাঁড়ায় ৯৫০ জন। এই বছর থেকেই পার্টির জনভিত্তি বিস্তৃত হতে শুরু করে। '৩০ মে আন্দোলন' নামে পরিচিত জনআন্দোলনের মধ্য দিয়ে সদস্য সংখ্যা ৪ হাজারে উন্নীত হয়, যার শতকরা ৫০ ভাগই ছিলেন শ্রমিক। ১৯২৫ সালের শেষ পর্যন্ত কৃষক সংখ্যা ছিল ১০০ জন, তাঁরা সবাই ছিলেন কুয়ানটাং এলাকার। কিন্তু ১৯২৭ সালে যখন পার্টি পঞ্চম কংগ্রেস আহবান করে তখন তার সদস্য সংখ্যা পৌঁছে গেছে ৬০ হাজারে, যার বৃহৎ অংশ ছিলেন কৃষক। কমিনটার্ণের মতে, '১৯২১ সাল থেকে ১৯২৭ সাল ছিল বস্তুত মার্কসবাদী প্রচারণা গ্রুপ থেকে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রকৃত জনভিত্তিসম্পন্ন রাজনৈতিক দলে রূপান্তরের কাল'।[২]

> ১৯৩০ সালে লাল ফৌজ হুনানের রাজধানী চাংশা দখল করেও ধরে রাখতে পারেনি। চিয়াং এর বাহিনী এই সময় লাল ফৌজের ওপর প্রবল আঘাত করে হঠিয়ে দেয় এবং অন্য অনেকের সাথে মাও সেতুং এর স্ত্রী এবং বোনকেও হত্যা করে।

পার্টির এই অব্যাহত বিকাশ জেনারেল চিয়াং কাই শেক-এর আতংকের যথেষ্ট কারণ ছিল। সেজন্য তিনি শুধু কুওমিনটাং পার্টিকে কমিউনিস্ট প্রভাব মুক্ত করা নয়, তাদের ভিত্তি নির্মূল করতে উদ্যত হন। আগেই বলেছি, এই ১৯২৭ সালেই পার্টির বিভিন্ন পর্যায়ে চিয়াং বাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়। পার্টি সদস্য এবং সমর্থকদের পাইকারি গ্রেফতার, বিচার, খুন চলতে থাকে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে গ্রাম ও পাহাড়ে ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা, সোভিয়েত বা মুক্তাঞ্চল গঠন এবং লাল ফৌজ শক্তিশালী করবার মাধ্যমে পার্টি নিজেদের টিকিয়ে রাখতে ও ভিত্তি সম্প্রসারণে মনোযোগী হয়।

১৯৩২ সালে জাপান সাংহাই আক্রমণ করলে পার্টি জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু চিয়াং কাই শেক-এর বৈরীতার কারণে জাপান বিরোধী যুদ্ধে পার্টি বাহিনী বেশিক্ষণ টিকতে পারেনি। প্রবল চাপের মধ্যেই আত্মগোপনে এবং মুক্তাঞ্চলকে ঘাঁটি করে পার্টির তৎপরতা চলতে থাকে। ১৯৩৪ সালে দ্বিতীয় সর্বচীন সোভিয়েত কংগ্রেসে মাও সে তুং চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এই বছরেই শুরু হয় লংমার্চ। ১৯৩৫ সালের শুরুতে আত্মগোপন অবস্থাতেই পলিটব্যুরোর সভা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে লংমার্চ কালে মাওসেতুং কেই প্রধান নেতৃত্ব হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

একের পর এক হামলা মোকাবিলা করতে করতেই পার্টি পরিচালিত লং মার্চ (১৯৩৪-৫) অতিক্রম করতে থাকে বিভিন্ন রাজ্য। প্রায় ৬ হাজার মাইল অতিক্রম করে এই লংমার্চ যখন শেষ হয় ততোদিনে পার্টি সামরিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক ভাবে অনেক শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করে চীনের মানচিত্রে হাজির। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক বা কমিনটার্ণের সঙ্গে পার্টির সম্পর্ক তখন শিথিল, বরং পার্টি কমিনটার্ণের উপদেষ্টাদের দেয়া নীতি অগ্রাহ্য করে তার সমালোচকের ভূমিকায় গেছে লং মার্চের সময় থেকেই। এই লংমার্চের মধ্য দিয়েই মাও সেতুং পার্টির নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। পার্টির ভেতরের অন্যান্য লাইন তখন চীনের পরিপ্রেক্ষিতে ভুল বা অকার্যকর প্রমাণিত।

সেসময় বাইরের দুনিয়ায় এই পাটির বিকাশধারা সম্পর্কে খবরাখবর প্রকাশিত হতো সামান্যই। যা হতো তার প্রায় সবই ছিল ভুল বা অপপ্রচার। চিয়াং কাই শেক বাহিনী ছিল বিশাল, তার সহযোগী হিসেবে অনেক ব্রিটিশ জার্মান উপদেষ্টাও ছিল। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোও ছিল সুসংগঠিত। এসবের মোকাবিলা করে কুওমিনটাং-এর প্রতিপক্ষ হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে যে বেশিদিন টিকে থাকা সম্ভব নয় সে বিষয়ে এরা সবাই নি:সন্দেহ ছিলেন। পার্টি ঠিকই অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে পতিত হয়। বারবার ঘাঁটি ছেড়ে দিতে হয়, পশ্চাদপসরণ করতে হয়। মাও সে তুং এবং চু তে পরাজিত, ধৃত ও নিহত হবার খবর প্রকাশিত হয় বহুবার। কমিউনিস্ট পার্টি তখন 'লালদস্যুদের গ্যাং' হিসেবেই পরিচিত। একপর্যায়ে '১ নম্বর লালদস্যু' মাও সেতুংকে জীবিত বা মৃত ধরে দিতে পারলে লক্ষ ডলার পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছে। একটানা বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে বাইরের দুনিয়া তো বটেই চীনের বড় শহরেও তখন ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে অনেক।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম ও অবস্থা সম্পর্কে পশ্চিমা বিশ্বের মানুষ প্রথম বিস্তারিত জানতে পারেন মার্কিন সাংবাদিক এডগার স্নো-র মাধ্যমে। স্নো ১৯২৮ সাল থেকেই চীনে ছিলেন। পিকিং-এ তিনি সস্ত্রীক অবস্থান করতে থাকেন ১৯৩২ সাল থেকে। চীনা ভাষায় যোগাযোগে দক্ষতা অর্জন করেন। মিসেস সান ইয়াৎ সেন এর সুপারিশেই তিনি পার্টির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হন। অনেক ঝুঁকি নিয়ে যখন পার্টির নেতৃবৃন্দের ঘাঁটি এলাকায় যান তখন লংমার্চ চলছে। তাঁর পাঠানো রিপোর্টের মাধ্যমেই প্রথম সবাই চীনা কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতি, কর্মকৌশল, জনভিত্তি, সামরিক বিজয় এবং কাজের বিস্তৃতি সম্পর্কে জানতে পারেন। সেসময় চীনের বিপ্লবী আন্দোলনের দীর্ঘদিনের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষক এডগার স্নোর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয়, যেখান থেকে পার্টির ওঠানামা, সংকট ও ক্রমবিকাশের চিত্র পাওয়া যায়। ১৯৩৭ সালেই স্নোর প্রত্যক্ষ

২. R. A. Ulyanovsky (ed): The Commintern and the East, Progress Publishers, Moscow, 1979. 285

অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা নিয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ 'রেড স্টার ওভার চায়না'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় যা চীন বিপ্লবের যাত্রাপথ অনুধাবনের জন্য অবশ্য পাঠ্য।[৩]

লাল অঞ্চলের খোঁজে এডগার স্নো

১৬ অক্টোবর ১৯৩৪ থেকে শুরু হয়ে ২২ অক্টোবর ১৯৩৫ পর্যন্ত চীনা কমিউনিস্ট পার্টির লাল ফৌজের যে লংমার্চ কর্মসূচি চলে তা সারাবিশ্বের বিপ্লবী আন্দোলনের জন্যই এক অনন্য অভিজ্ঞতা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই লংমার্চ পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল পশ্চাদপসরণের কৌশল হিসেবে, এর মধ্য দিয়েই উদ্ভাবিত হয়েছিল লড়াই-এর নতুন এক পদ্ধতি। চিয়াং কাই শেক এর বিশাল সেনাবাহিনীর উপর্যুপরি আক্রমণে পরাজিত বিপর্যস্ত হয়ে পার্টি বাহিনী যখন পশ্চাদপসরণ করছে, তার এক পর্যায়ে চীনের পশ্চিম ও উত্তর দিকে এই পশ্চাদপসরণকে নতুন অঞ্চল আবিষ্কার, নতুন জনপদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, নতুন নতুন স্থানে মুক্তাঞ্চল বা সোভিয়েত গঠনের কর্মসূচির সাথে যুক্ত করা হয়। মাও সে তুং, চু তে এবং চৌ এন লাই-এর নেতৃত্বে ৩৭০ দিনে লং মার্চ অতিক্রম করে ৬ হাজার মাইলেরও বেশি। কয়েকটি ভাগে যাত্রা অব্যাহত থাকে। এই যাত্রাপথে বেশ কয়েকবার চিয়াং বাহিনীর বড় ধরনের আক্রমণের মুখোমুখি হতে হয়েছে বিপ্লবী বাহিনীকে।

কখনো কৌশলে কখনও সম্মুখ সমরে চিয়াং বাহিনীকে মোকাবিলা করেছে লাল ফৌজ। হতাহত হয়েছেন অনেকে। পথে অনেকে যোগ দিয়েছেন, অনেকে নিহত হয়েছেন, অনেকে কষ্টকর এই যাত্রা থেকে সরে গেছেন। যেখানে লালফৌজ অবস্থান নিয়েছে সেখানে নতুন প্রশাসন, ভূমিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, নতুন আইন কানুন চালু হয়েছে। এসব খবরাখবর বহির্বিশ্বে অজানাই ছিল। যতটুকু প্রকাশিত হতো তার বড়ো অংশ জুড়ে ছিল 'লাল বর্বরতা'র খবর।

স্নো এটাও দেখলেন যে, লাল ফৌজ এবং পার্টির বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই দক্ষ। হাতে চালানো জেনারেটরের মাধ্যমে একটা পোর্টেবল ওয়ারলেস সেট দিয়ে এই রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। এর মাধ্যমে সব গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্ট ও সোভিয়েত অঞ্চল সংযুক্ত, এর মধ্য দিয়েই বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধ এবং পার্টি সভাসহ সব কার্যক্রমে নেতৃবৃন্দের মধ্যে নিয়মিত যোগযোগ রাখা হয়।

১৯৩৫ সালে চিয়াং কাই শেক ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, কমিউনিস্ট দস্যুদের বিনাশ করা হয়েছে। কিন্তু কার্যত ততদিনে লাল অঞ্চল আরও বিস্তৃত হয়েছে। জাপান চিয়াং কাই শেককে জার্মানী ও জাপানসহ এশিয়ায় বলশেভিকীকরণ ঠেকাতে 'লাল বিরোধী' চুক্তি সম্পাদন করবার প্রস্তাব দেয়। মাঞ্চুরিয়া দখলের পর জাপান আরও দাবি করছিল চীনকে উত্তর ও দক্ষিণে ভাগ করতে। অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টি বরাবরই চিয়াং কাই শেককে জাপানের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট করে লড়াইএ আহবান জানিয়েছে। পার্টির এই অবস্থান এবং জাপানী আধিপত্যের বিরুদ্ধে তাদের একটানা লড়াই চিয়াং এর সেনাবাহিনীতে ছোটবড় অনেকগুলো ভাঙনও সৃষ্টি করে।

মার্কিন সাংবাদিক এডগার স্নো সোভিয়েত বা লাল অঞ্চলের খোঁজে পিকিং (বর্তমান বেইজিং) থেকে যাত্রা শুরু করেন ১৯৩৬ সালের জুন মাসে। পিকিং এ এমনিতে বিদেশিদের প্রাসাদগুলোতে চীন জুড়ে এতোসব যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, বিদেশি আগ্রাসনের কিছুই টের পাওয়া যেতো না। কিন্তু পিকিংএর তরুণদের কাছে যে এসব খবর ঠিকই গেছে তার বড়ো প্রমাণ হাজির হয় ১৯৩৫ সালের শেষে এক তরুণ জমায়েতে। এডগার স্নো এই সমাবেশে হাজির ছিলেন, যেখানে জমায়েত হয়েছিল ১০ হাজারেরও বেশি তরুণ। এই সমাবেশে স্লোগান ছিল, 'জাপান রুখো! চীনকে ভাগ করার জাপান সাম্রাজ্যবাদের দাবি প্রত্যাখ্যান কর!' চিয়াং এর আক্রমণাত্মক সেনাবাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে, মৃত্যু আর গ্রেফতারের ঝুঁকি নিয়ে তরুণেরা স্লোগান দিচ্ছিল, 'গৃহযুদ্ধ বন্ধ কর! জাপানকে ঠেকাতে কমিউনিস্টদের সহযোগিতা কর! চীনকে বাঁচাও!'

এডগার স্নো-র যাত্রা শুরু হয় ট্রেনে। কাছে ছিল আত্মগোপনে থাকা পার্টির এক নেতার চিঠি। অদৃশ্য কালিতে লেখা। দুই দিন দুই রাত কষ্টকর যাত্রার পর স্নো পৌঁছান জিয়ানফু। এর থেকে ১৫০ মাইল উত্তর পশ্চিমে শুরু লাল সোভিয়েত অঞ্চল শেনসি। ট্রেনে যাত্রীদের সাথে কথাবার্তার বর্ণনা দিয়েছেন স্নো। তরুণ ও বৃদ্ধ যাত্রী দুজন মাঝে মধ্যে কমিউনিস্টদের সমালোচনা করছিল। আবার একটি অঞ্চলে ডাকাতদের কথাও বলছিল। ডাকাতদের সম্পর্কে একজনকে স্নোর প্রশ্ন দিয়ে আলাপ শুরু হলো-

: ডাকাত মানে কি লালদের কথা বলছেন?

: না, না। ঐ অঞ্চলে লালরাও আছে। তবে আমি বলছি ডাকাতদের কথা।

: কিন্তু লালরাই কি ডাকাত নয়? এখানকার খবরের কাগজে তো সবসময় ডাকাত বলতে কমিউনিস্টদেরই বোঝানো হয়।

: তা ঠিক। তবে আপনার অবশ্যই জানতে হবে যে, সম্পাদকেরা এভাবে খবর দিতে বাধ্য কেননা এটাই নির্দেশ। তারা যদি ডাকাত না বলে তাদের কমিউনিস্ট বা বিপ্লবী বলে তাহলে তারাই কমিউনিস্ট বলে চিহ্নিত হবে।

: কিন্তু আমি শুনেছি জিচুয়ান এ মানুষ ডাকাতদের মতোই লাল বা বিপ্লবীদেরও ভয় করে।

: হ্যাঁ, এটা নির্ভর করে। ধনীরা, যেমন জোতদার আমলারা তাদের ভয় করে। কিন্তু কৃষকেরা তাদের ভয় করে না বরং তারা চায় যে সেখানে লালরা যাক। তারা ভাবে লালরা যা বলছে তাই করবে। ওরা ওদের বিশ্বাস করে।

: লালরা কি যা বলে তা করে না?

: আমার বাবা লিখেছেন যে, কমিউনিস্টরা জিচুয়ানের অনেক এলাকায় মহাজনী এবং আফিম চাষ বন্ধ করেছে, ভুমি সংস্কার করে তা গরীবদের মধ্যে বিতরণ করেছে। তার মানে তারা ঠিক ডাকাত নয়। কিন্তু তারাও দুষ্ট, অনেক মানুষ তারা হত্যা করেছে।

ঠিক এই সময়ে পাশে এতক্ষণ চুপচাপ থাকা পাকা চুলের আরেকজন মানুষ মুখ তুললেন এবং সবাইকে অবাক করে দিয়ে বললেন, 'শা পু কৌ'। মানে,

: যতো করা উচিৎ ততো তারা হত্যা করছে না!

কথা আর অগ্রসর হলো না। কেননা ট্রেন ততক্ষণে গন্তব্যে পৌঁছে গেছে।

৩. Edgar Snow: Red Star Over China, 1977 (First published in UK, 1937).

লাল সোভিয়েত মুক্ত অঞ্চলে

লংমার্চ কালে লালফৌজের সাথে চিয়াং কাই শেক বাহিনীর মুখোমুখি যুদ্ধ হয়েছে কয়েকবার। লংমার্চ কে ঠেকানো যায়নি। তবে দুই পক্ষেই হতাহতের সংখ্যা অগুণতি। অগ্রগতি ঠেকাতে না পেরে চিয়াং কাই শেক যুদ্ধবিরতিতে রাজী হয়েছেন। লাল ফৌজ ও পার্টি নেতৃত্ব তখন একটি সোভিয়েত অঞ্চলে স্থিত। ১৯৩৬ সালের এই সময়েই এডগার স্নো সেই অঞ্চলের পথে যাচ্ছেন। যুদ্ধবিরতি চললেও সমরপ্রভু বৃহৎ জোতদারদের সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণ অব্যাহতই ছিল। জাপান ও চীনে কৃষক বিদ্রোহ দমনে সামন্তপ্রভুদের এসব বাহিনী কাজে লাগানো ছিল খুবই স্বাভাবিক ঘটনা।

এর পাশাপাশি কুৎসা অপপ্রচার ছিল অবিরাম। 'কমিউনিস্টরা ডাকাত', 'মাংস খায়' এসব প্রচারণার সাথে সাথে আরেকটি জোরদার প্রচার চলছিল যৌনতা নিয়ে। প্রচার হচ্ছিল, সোভিয়েত অঞ্চলে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি নৈতিকতা ধ্বংস করে দিচ্ছে, সেখানে জমি যেমন যৌথ বা সাধারণ মালিকানায় আনা হয়েছে মেয়েদেরও তেমন যৌথ মালিকানায় আটকে রেখে অবাধ যৌনাচার চালানো হচ্ছে। এসব কথাবার্তায় কুওমিনটাং এর সংবাদপত্রও পিছিয়ে ছিল না। এসব প্রচারে সমাজ রক্ষা করবার জন্য, নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্য, লাল দস্যুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেবার আহবান জানানো হয়।[৪] নারীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে বিচার করবার কারণে এদের অনেকে বিশ্বাসও করতো নিশ্চয়ই অন্যান্য 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি'র মতো নারীও যৌথ মালিকানায় গেছে। এরকম যুক্তি মার্কসের বিরুদ্ধে তোলা হয়েছিল এর প্রায় একশো বছর আগে। মার্কস কমিউনিস্ট ইশতেহারে এর যুৎসই জবাব দিয়েছিলেন।

যাইহোক, এসব কুৎসায় শেষ পর্যন্ত কাজ হয়নি, ধোপে টেকেনি, কারণ প্রকৃত খবরাখবর মুখে মুখে প্রবাহিত হচ্ছিল। বরং বিভিন্ন স্থানে চিয়াং এর সেনাবাহিনীর মধ্য থেকেই বিদ্রোহ হচ্ছিল। বিশেষত যখন জাপানী আগ্রাসন না ঠেকিয়ে জাপান আগ্রাসন বিরোধী কমিউনিস্টদের ওপর হামলা চালানোর কোন যৌক্তিকতা তারা খুঁজে পাচ্ছিল না তখনই ক্ষোভ, প্রশ্ন থেকে বিদ্রোহের ঘটনা ঘটছিল। এডগার স্নো লাল অঞ্চলের দিকে যেতে চিয়াং এর সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত এলাকা একের পর এক পার হয়েছেন। এর মধ্যে এক জেনারেল এর সন্ধান পেয়েছেন যিনি লালফৌজে যোগদানের জন্য তখন প্রস্তুতি নিচ্ছেন, লাল কেন্দ্রের সাথে তার যোগাযোগ চলছে। লাল অঞ্চলের দিকে হেঁটে হেঁটে যেতে দুর্গম পথে একবার চা খেতে থেমেছেন স্নো। সেখানে কয়েকজন চিয়াং সৈনিকও বিশ্রামে ছিল, তাদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল এরকম,

: ওরা তো মনে হয় আমাদের থেকে ভালো আছে, ভালো খাচ্ছে।

: হ্যাঁ, ওরা খাচ্ছে জোতদারদের...

: সেটা তো খুব ভালো কথা। আমরা কেনো এই ধনীদের জন্য নিজেরা নিজেরা খুনাখুনি করছি? কে আমাদের এর জন্য বাহবা দেবে?

: তাই। জাপানীদের না মেরে কেনো আমরা নিজেদের মানুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি?

অফিসার এসে তাড়াতাড়ি কথা বন্ধ করলেও বোঝা যাচ্ছিল পুরো ভাব বদলে যাচ্ছে।

লাল অঞ্চলের শুরু থেকেই তার ভিন্ন রাজনীতি বোঝা যাচ্ছিল। দেয়ালে দেয়ালে লেখা ও আঁকা ছবি। বিভিন্ন স্থানে যে স্লোগানগুলি লেখা ছিল সেগুলোর মধ্যে ছিল,

: পতন হোক জোতদারদের যারা আমাদের মাংস খায়।

: পতন হোক সেই সেনাবাহিনীর যারা আমাদের রক্ত খায়।

: পতন হোক বিশ্বাসঘাতকদের যারা চীনকে জাপানের কাছে বিক্রি করে।

: জাপান বিরোধী সকল বাহিনীর ঐক্যফ্রন্ট চাই।

: চীনা বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

: চীনা লাল ফৌজ দীর্ঘজীবী হোক।

লাল অঞ্চলে প্রবেশ করলেও আক্রমণের ভয় ছিলই, কেননা সুযোগ পেলেই বিভিন্ন স্থানে জোতদারদের সশস্ত্র বাহিনী আক্রমণ করছিল। গ্রামের পর গ্রাম, মাঝে মাঝে ঝর্ণা। আবাদী জমি। তবে দুদিন এসব অঞ্চল পার হবার পরও যুদ্ধের কোন দেখতে পাননি স্নো। তখন কৃষক আর লালফৌজ সদস্যদের আলাদা করবার উপায় নেই। পুকুরে গোসল করা ২০/২২ বছরের এক তরুণ এসে নিজের পরিচয় দিলেন, গ্রাম প্রধান। সেখানে স্কুল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র নতুনভাবে সজ্জিত।

> জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনা জনগণের প্রতিরোধ যুদ্ধে ভারতীয় জনগণের সমর্থনের প্রতীক হিসেবে ১৯৩৭ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (তখন সভাপতি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু) পক্ষ থেকে একটি মেডিক্যাল মিশন প্রেরিত হয়। তাঁরা তিনবছর চীনে কাজ করেছেন। ১৯৩৯ সালের ১৫ মার্চ ইয়েনানে তাঁদের সাথে প্রথম মাও সেতুং এর সাক্ষাৎ হয়।

পথে চলতে চলতে এক গ্রামে এডগার স্নোকে দাঁড়াতে হলো দুপুরের খাবারের জন্য। শিশু কিশোররা ভীড় করে দাঁড়ালো প্রথম দেখা এক 'বিদেশি শয়তান' দেখতে। তাদের সাথে স্নো-র সংলাপ চেষ্টার উত্তরে ৯/১০ বছরের একজন এগিয়ে এলো। স্নো জিজ্ঞেস করলো,

: কমিউনিস্ট মানে কী?

: কমিউনিস্ট মানে সেই মানুষ যে শ্বেত দস্যু (চিয়াং বাহিনী) এবং জাপানী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লালফৌজকে সহায়তা করে।

: আর কী করে?

: সে জোতদার আর পুঁজিপতির বিরুদ্ধে কাজ করে।

: পুঁজিপতি মানে কী?

চুপ করে গেলো প্রথমজন। আরেকজন একইবয়সী এগিয়ে এলো। বললো,

: পুঁজিপতি হচ্ছে সেরকম লোক যে নিজে কাজ করে না কিন্তু অন্যদের কাজ করায় আর নিজে পুরা লাভটা নেয়।

: এই অঞ্চলে কি জোতদার পুঁজিপতি কেউ আছে?

সবাই একসাথে চিৎকার করে উঠলো,

: না। ওরা সব ভয়ে ভাগছে।

: কার ভয়ে?

: আমাদের লালফৌজের ভয়ে।

মুক্ত অঞ্চলে চৌ এবং মাও

মুক্ত অঞ্চলে কয়েকদিন চলার পর এক গ্রামে এক ব্যক্তি যখন এডগার স্নোর সাথে ইংরেজিতে কথা শুরু করলেন, বিস্ময়ের ঘোর কাটার পর পরিচয় পাওয়া গেলো, তিনিই চৌ এন লাই। চীন বিপ্লবের এবং

৪. Chi-hsi Hu: The Sexual Revolution in the Kiangsi Soviet, The China Quarterly, Volume 59, September 1974, pp 477-490.

বিপ্লবউত্তর নির্মাণের অন্যতম স্থপতি এই চৌএন লাই। স্কুলে পড়বার সময়ই সান ইয়াৎ সেন এর চিন্তার প্রভাবে চৌ সংগঠন করা শুরু করেন। দাদার পরিবার ছিল শিক্ষিত, পন্ডিত পরিবার। সানসহ অনেকেই জাপানে নির্বাসন নিয়েছেন। চৌ জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। দেশে ফিরে ৪ মে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে ৫ মাস জেলে ছিলেন। ফ্রান্সে আরও পড়াশোনার জন্য যাবার আগেই কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো, কার্ল কাউটস্কির শ্রেণী সংগ্রাম এবং অক্টোবর বিপ্লব বইএর অনুবাদ পড়বার সুযোগ পান। এগুলো প্রকাশিত হয়েছিল চেন তু সিউ সম্পাদিত নতুন তারুণ্য প্রকাশনায়, পরে যিনি চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার ভূমিকা পালন করেছিলেন।

১৯২০ সালে চৌ ফ্রান্সে যান এবং সেখানে প্রথমে চায়না সোশ্যালিস্ট ইয়ুথ কর্পস এ যোগ দেন, পরে তিনি (চাইনিজ) কমিউনিস্ট ইয়ুথ লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় চার শতাধিক চীনা শিক্ষার্থী এর সদস্য হয়েছিলেন। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও জার্মানী হয়ে চৌ দেশে ফেরেন ৩ বছর পর। এসে চিয়াং মস্কোর উপদেষ্টাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে থাকেন এবং কুওমিনটাং পার্টির বিভিন্ন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯২৬ সালে সাংহাইতে ৬ লাখ শ্রমিকের ধর্মঘট সংগঠিত করবার ক্ষেত্রে তিনি অন্যতম সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। ১৯২৭ সালের ২১ মার্চ সাংহাইতে শ্রমিকেরা গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে 'নাগরিক সরকার' এর ঘোষণা দেয়। ১২ এপ্রিল চিয়াং কমিউনিস্টদের সাথে ঐক্য ভেঙে দিয়ে নানকিংএ ঘাঁটি গাড়ে। এর কিছুদিনের মধ্যেই চিয়াং-এর বাহিনী আকস্মিকভাবে কমিউনিস্টদের ওপর আক্রমণ শুরু করে। সাংহাইএর শ্রমিকদের ওপর জোতদার ও অপরাধজগতের সন্ত্রাসীদের সমন্বয়ে চিয়াং বাহিনী ছদ্মবেশে এসে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। কয়েকদিনের মধ্যে ৫ হাজার মানুষ নিহত হন। চৌ কোনভাবে রক্ষা পান তাঁর ছাত্রের কারণে। এরপর কয়েকবছর আত্মগোপনে কাজ করেন এবং পরে সোভিয়েত অঞ্চলে যোগ দেন।

এডগার স্নো চৌ কে দেখলেন বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠনের অন্যতম নেতা হিসেবে। তাঁর প্রধান কার্যালয় পেলেন একটা গুহার ভেতর, কথা বললেন সব বিষয় নিয়ে, সবকিছু জানার দেখার এবং কথা বলার জন্য সফরের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হলো। ৯২ দিন হাঁটা বা ঘোড়ায় চড়ে বিভিন্ন সোভিয়েত অঞ্চল দেখা। মাও সে তুং এর সাথে সাক্ষাতেরও ব্যবস্থা হলো। মাও তখন আরও দূরে। স্নো এটাও দেখলেন যে, লাল ফৌজ এবং পার্টির বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই দক্ষ। হাতে চালানো জেনারেটরের মাধ্যমে একটা পোর্টেবল ওয়ারলেস সেট দিয়ে এই রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। এর মাধ্যমে সব গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্ট ও সোভিয়েত অঞ্চল সংযুক্ত, এর মধ্য দিয়েই বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধ এবং পার্টি সভাসহ সব কার্যক্রমে নেতৃবৃন্দের মধ্যে নিয়মিত যোগযোগ রাখা হয়। চৌ, মাও এবং চুতে কয়েকশো মাইল দূরে থাকলেও তাঁদের নিয়মিত যোগযোগে কোন সমস্যা হয়নি। চিয়াং বাহিনী বহুবার চেষ্টা করলেও এই যোগাযোগ বিনষ্ট করতে পারেনি, রেডিও কোড ভাঙতে পারেনি। উত্তর পশ্চিমে পাও আন নামে সোভিয়েত এর অস্থায়ী রাজধানীর একটি বিশেষ কেন্দ্রে ৯০ জন শিক্ষার্থীকে রেডিও ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল তখন।

চৌ এর সাথে কথা বলবার কদিন পর আরও বহুপথ অতিক্রমের পর পাওয়া গেলো মাও সেতুং কে। সবার পোশাক, খাবার ব্যবস্থা একইরকম। মাও এর থাকবার জায়গাও চৌ এর মতো একটি গুহার ভেতর। তাঁর বিলাসিতা একটাই- মশারী।

স্নোর এই সাক্ষাতের দুবছর পর মাও সেতুং এর সাথে দেখা হয় ভারতীয় এক প্রতিনিধিদলের। জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনা জনগণের প্রতিরোধ যুদ্ধে ভারতীয় জনগণের সমর্থনের প্রতীক হিসেবে ১৯৩৭ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (তখন সভাপতি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু) পক্ষ থেকে একটি মেডিক্যাল মিশন প্রেরিত হয়। তাঁরা তিনবছর চীনে কাজ করেছেন। ১৯৩৯ সালের ১৫ মার্চ ইয়েনানে তাঁদের সাথে প্রথম মাও সেতুং এর সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎ নিয়ে সেই দলের একজন সদস্য ডা. বিজয়কুমার বসুর একটি স্মৃতিকথা ১৯৭৭ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা অনীকে প্রকাশিত হয়।[৫] ভারত থেকে আনা নিজেদের অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি নিয়ে তাঁরা কাজ করছিলেন। সেই গাড়ি নিয়েই তাঁরা হাজির হন মাও এর কেন্দ্রে, যার চারপাশে তখন জাপানী আক্রমণে ধ্বংসস্তুপের সারি।

> এডগার স্নো বলেন, সম্ভবত এটি বিশ্বের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে কাগজের অভাবে ব্যবহার করা হয় শত্রুপক্ষের লিফলেটের উল্টোপিঠের সাদা অংশ, ক্লাশ হয় বোমা নিরোধক গুহাসহ নানা উন্মুক্ত স্থানে, চেয়ার টেবিল হলো ইট আর পাথর, ব্লাকবোর্ড হলো মাটি আর পাথরের দেয়াল।

তিনি লিখেছেন, 'এবড়ো থেবড়ো অসমান রাস্তা দিয়ে শহরের পশ্চিম প্রান্তে উঁচু পাহাড়ের গায়ে এসে পৌঁছোলাম।... মাটির দেয়ালঘেরা একটা উঠোনের সামনে গিয়ে গাড়ি দাঁড়ালো। উঠোন পেরিয়ে দেখি, পাশাপাশি তিনটি গুহা - দরজা, জানলা আর অর্ধ-বৃত্তাকার উপরের অংশটা সরু কাঠের জালে তৈরী, শীত এড়াবার জন্য সেগুলিতে আবার কাগজ সাঁটা।... (পরে জানলাম) ওগুলো নাকি গরীব নাগরিকদের তৈরী বাড়ি। ছাতের ওপর মাটি ফেলে পাহাড়ের গায়ের সংগে রং মিলিয়ে দেওয়া, বাইরে থেকে যা বোঝাই সম্ভব নয়। সেজন্যই এগুলো জাপানী বোমার হাত থেকে বেঁচে গেছে। ঘরের ভেতর লম্বা নড়বড়ে একটা কেরোসিন কাঠের টেবিল এবং বসবার জন্য কয়েকট টুল। .... মাও'র পরনে ছিল আর্মি ইউনিফর্ম- ফিকে ধূসর বর্ণের তুলোভর্তি গলাবন্ধ কোট ও পাতলুন, বহুদিন ব্যবহারে কিছুটা ঢিলে ঢিলে ও দাগলাগা। পকেট দুটো আছে ফুলে-- বছর পয়তাল্লিশের মতো বয়স, ক্ষীণ চেহারা, দেখে মনে হয় -- কয়েক বছর আগেকার লংমার্চের ধকল এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি।'...

ডা. বিজয় আরও লেখেন, 'সাধারণ একজন যোদ্ধার পোশাকে তাঁকে প্রথমেই চিনে ওঠার অসুবিধে থাকলেও, দীর্ঘকায় এই কৃশ ব্যক্তিটির প্রশস্ত ললাট, দীপ্ত চক্ষু ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মুখচ্ছবি লক্ষ মানুষের মধ্যেও তাঁকে চিনিয়ে দেয়- এই সেই বহুশ্রুত, প্রায় কিংবদন্তীর নায়ক মাও সে তুং- ফটোতে যাঁর নগণ্যতম অংশও প্রতিফলিত হয় না।...'

লালফৌজ বিশ্ববিদ্যালয়

চীনে জাপানী আগ্রাসন বিরোধী মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যথাযথ নীতি ও কৌশলই চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধি, জনভিত্তি

৫. ডা. বিজয় কুমার বসু: "মাও সে তুং: প্রথম দেখা", *অনীক পঞ্চাশ বছর রচনা সংকলন*, তৃতীয় খন্ড (১৯৭৭-১৯৭৯), কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫

সম্প্রসারণ এবং চিয়াংবাহিনীর নেতৃত্বে জোতদার সামন্তপ্রভু ও সমরপ্রভুদের নতুন নতুন আক্রমণ পরাস্ত করতে সক্ষম করেছে। ১৯২৭ সাল থেকে চিয়াংবাহিনী কমিউনিস্ট পার্টিকে ধ্বংস করবার প্রতিজ্ঞায় ব্রিটিশ-মার্কিন-জাপানের সমর্থন নিয়ে, দেশি বৃহৎ মালিক-জোতদারদের সহযোগী বানিয়ে একের পর এক আক্রমণ পরিচালনা করেছে। অসংখ্য মানুষ হতাহত হয়েছেন। বহু অঞ্চল দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছে। লালফৌজ অনেকবারই পশ্চাদপসরণ করেছে ঠিকই, কিন্তু পার্টির নেতৃত্বে 'মুক্ত সোভিয়েত অঞ্চল' গঠিত হয়েছে নতুন নতুন এলাকায়।

পার্টি একদিকে যুদ্ধ করেছে অন্যদিকে চিয়াং কাই শেকসহ সবার প্রতি জাপানবিরোধী বৃহত্তর ঐক্যফ্রন্ট গড়ার আহবান অব্যাহত রেখেছে। জাপানী আগ্রাসনের মুখে এই ঐক্যফ্রন্ট না করে কমিউনিস্টদের ধ্বংস করবার চিয়াং লাইন জনগণ গ্রহণ করেনি বলেই নতুন নতুন মুক্ত অঞ্চল গঠিত হয়েছে। যারা চীনের স্বার্থে জাপান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, সেই কমিউনিস্টদের ধ্বংস করবার নীতি এমনকি চিয়াং বাহিনীর কাছেও গ্রহণযোগ্য হয়নি। যেকারণে, আগেই বলেছি, সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময় সরকারি পক্ষ ত্যাগ করে লালফৌজে যোগদান করেছে। এরকম অনেকে পরে পার্টির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নেবার মতো যোগ্যও হয়ে উঠেছেন। চিয়াং বাহিনীর আক্রমণ মোকাবিলার সময় পার্টি ধ্বংস হয়নি বরং তার বিকাশ দ্রুততর হয়েছে। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৬ সময়কালে পার্টির সদস্যপদ ৪০ হাজার থেকে বেড়ে হয়েছে ১২ লক্ষ।

মুক্তাঞ্চলে বছরের পর বছর ধরে বস্তুত নতুন রাষ্ট্র, সামাজিক সম্পর্ক, অর্থনীতি, সমরনীতি, ভূমি ব্যবস্থা, আবাসন, প্রশাসনিক কাঠামো ইত্যাদি দাঁড় করানো হয়েছে। রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের আগেই তাই বহু অঞ্চলে মানুষ নতুন সমাজকে চিহ্নিত করতে পেরেছে। অন্যান্য অঞ্চলের নিপীড়িত নারীপুরুষকে তা আরও বেশি করে লড়াইএ উদ্বুদ্ধ করেছে। এরকম এক অঞ্চলে ভূমি ব্যবস্থা পরিবর্তনের অসাধারণ প্রামাণ্য দলিল উইলিয়াম হিনটনের ফানশেন বইটি।

এডগার স্নো তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন মুক্তাঞ্চলের এক ভিন্ন রকমের বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। এর নাম 'লাল ফৌজ বিশ্ববিদ্যালয়'। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ২৮ বছরের আর্মি কমান্ডার লিন পিয়াও, যার সম্পর্কে জনশ্রুতি ছিল যে, তিনি কখনো কোনো যুদ্ধে পরাজিত হননি। আর শিক্ষার্থীদের বয়স ছিল গড়ে ২৭, যদিও অনেকের যুদ্ধ অভিজ্ঞতা কয়েক বছরের। এদের প্রায় সবারই মাথার ওপর লক্ষ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা।

এডগার স্নো বলেন, সম্ভবত এটি বিশ্বের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে কাগজের অভাবে ব্যবহার করা হয় শত্রুপক্ষের লিফলেটের উল্টোপিঠের সাদা অংশ, ক্লাশ হয় বোমা নিরোধক গুহাসহ নানা উন্মুক্ত স্থানে, চেয়ার টেবিল হলো ইট আর পাথর, ব্লাকবোর্ড হলো মাটি আর পাথরের দেয়াল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগ্যতা ছিল, 'যারা জাপান সম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং জাতীয় বিপ্লবী সংগ্রামে নিজেদের নিয়োজিত করতে আগ্রহী শ্রেণী নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এর জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন'। বয়সসীমা ১৬ থেকে ২৮। লালফৌজের সকল সদস্যের কখনও না কখনও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণ বাধ্যতামূলক। পাঠ্যসূচীর মধ্যে ছিল: রাষ্ট্র, চীন বিপ্লবের সমস্যা, রাজনৈতিক অর্থনীতি, পার্টি গঠন, প্রজাতন্ত্রের কৌশলগত সমস্যা, লেনিনবাদ ও গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক ভিত্তি, জাপানের রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তি। এছাড়া সামরিক বিষয়ের মধ্যে জাপান বিরোধী জনযুদ্ধের নানা নীতি ও কৌশলের বিষয় অন্তর্ভূক্ত ছিল। এসব মুক্ত অঞ্চলে আরও ছিল রেড থিয়েটার, শিশু থিয়েটার। গ্রামে গ্রামে মুক্তমঞ্চ করে গ্রামের মানুষদের নিয়েই পরিবেশিত হতো নাটক গান।

জাপানী আগ্রাসন বিস্তার, সেইসঙ্গে দখল লুণ্ঠন ও নির্যাতন বৃদ্ধি পাবার পরিপ্রেক্ষিতে লালফৌজই হয়ে দাঁড়ায় তার বিরুদ্ধে জনপ্রতিরোধের একমাত্র অবলম্বন। বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত চিয়াং কাই শেক সরকার কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সমঝোতায় আসতে সম্মত হয়। ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েত বা বিপ্লবী সরকারের রাজধানী স্থানান্তর করা হয় ইয়েনানে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত চীন-জাপান দ্বিতীয় পর্বের যুদ্ধ সংঘটিত হয় কমিউনিস্ট পার্টি ও কুওমিনটাং এর ঐক্যফ্রন্টের নেতৃত্বেই। এই ঐক্য গড়ে তোলার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি অনেক ছাড়ও দেয়। 'শ্রমিক কৃষকের লালফৌজ' নাম বদলে সরকারি সেনাবাহিনীর শাখা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, মুক্তাঞ্চলের নাম 'চীন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র' বদল করে 'বিশেষ অঞ্চল' রাখা হয়। তবে নাম যাই করা হোক, লালফৌজের অংশ এবং মুক্তাঞ্চল পুরোপুরি পার্টির নিয়ন্ত্রণেই ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান-জার্মানী অক্ষ সবদিক থেকে পর্যুদস্ত হলে চীনেও তার আধিপত্যের অবসান ঘটে। এরপর আবারও কমিউনিস্ট পার্টি ও কুওমিনটাং এর যুদ্ধ শুরু হয়। এটি হলো তৃতীয় পর্বের এবং শেষ যুদ্ধ (১৯৪৬-১৯৪৯)।

বিপ্লবী ক্ষমতার শুরু

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ও কমিউনিস্ট পার্টির বিস্তৃতি থামেনি। ১৯৪৩ সালে চৌ এন লাই পার্টির সদস্য সংখ্যা জানান ৮ লক্ষ। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সদস্য সংখ্যা জানানো হয় ১২ লক্ষ। এর বাইরে বিভিন্ন গণ ও শ্রেণী সংগঠনে, মুক্তিফৌজে সদস্য সংখ্যা ছিল কয়েকগুণ। এই কংগ্রেসে লিউ শাউ চীর এই বক্তব্য তখন খুবই আলোচিত হয় যে, মাও সে তুং মার্কসবাদের চীনা অথবা এশীয় ধরন সৃষ্টি করেছেন। নয়া গণতন্ত্রের ধারণা ততদিনে অনেক প্রচারিত ও জনপ্রিয়। মুক্ত অঞ্চল তখন চীনের প্রায় ১০ কোটি মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত।

পরের বছর লিউ শাও চী আনা লুই স্ট্রং-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে বিষয়টি আরও পরিষ্কার করেন। তিনি বলেন, 'মাও সে তুং এর বড় অবদান হলো মার্কসবাদকে ইউরোপীয় থেকে এশীয় পরিপেক্ষতে স্থাপন করা।...চীন হলো আধা সামন্তবাদী আধা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র। এখানে বিপুল সংখ্যক মানুষ একটুকরো জমি নিয়ে প্রায় অনাহারে থাকেন। অধিকতর শিল্পায়িত অর্থনীতি হিসেবে এর রূপান্তরের পথে চীন অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের চাপের মধ্যে পড়ে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশেও একইরকম পরিস্থিতি। চীন যে পথে যাচ্ছে তা তাদের সবাইকে প্রভাবিত করবে।'[৬]

১৯৪৫ সালে সোভিয়েত লালফৌজ জাপানের দখল থেকে চীনের মাঞ্চুরিয়া মুক্ত করে। এই অঞ্চলে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সোভিয়েত-বৃটেন-যুক্তরাষ্ট্র অক্ষের কাছে জার্মানী-জাপান অক্ষের চূড়ান্ত পরাজয় নিশ্চিত হয় এই বছরেই।

৬. Anna Louise Strong: 'The Thought of Mao Tse-Yung', Amerasia, XI, June 1947. Stuart Schram: Mao Tse-Tung, Pelican, 1966, p. 254

এরপর কুওমিনটাং এর সমর্থনে সর্বশক্তি দিয়ে এগিয়ে আসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার নতুন নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মাঞ্চুরিয়া কমিউনিস্টদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা চিয়াং বাহিনীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৯৪৮ সালের শেষদিকে একটি নির্ধারক যুদ্ধে মুখোমুখি হয় দুই বাহিনী। চিয়াং বাহিনীর সদস্যসংখ্যা তখন ছিল ৪৩ লক্ষ, যার মধ্যে ২২ লক্ষ ছিল উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। আর বিপরীতে চীনা গণমুক্তিফৌজের নিয়মিত বাহিনীর সদস্যসংখ্যা ছিল প্রায় ১৩ লাখ। এর বাইরে যুদ্ধে আরও অংশ নেন আধা সামরিক প্রায় ২৭ লক্ষ। এই নির্ধারক যুদ্ধে চিয়াং বাহিনীর পরাজয় ঘটে যা নতুন পর্বে চীনের প্রবেশ আরও ত্বরান্বিত করে। বিজয়ের পর পার্টি মুক্ত অঞ্চলে বিপ্লবী ভূমি সংস্কারের কর্মসূচি গ্রহণ করে। জেনারেল লিন পিয়াওএর নেতৃত্বে চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য চীনা গণমুক্তি ফৌজ জনযুদ্ধের কৌশলের বাইরে গিয়ে প্রথাগত যুদ্ধের মাধ্যমেও মোকাবিলা করে শত্রুপক্ষকে।

১৯৪৯ সালের প্রথম দিকেই চিয়াং কাই শেক এর সামগ্রিক পরাজয় নিশ্চিত হয়ে পড়ে। দুর্নীতি, মুদ্রাস্ফীতি, নিপীড়ন রাজনৈতিকভাবে এই শাসকগোষ্ঠীকে ক্রমান্বয়ে জনগণ এমনকি তার একসময়ের সমর্থক মধ্যবিত্ত থেকেও বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। সামরিক পরাজয়ের মাধ্যমে এদের তাই চীন থেকে সামগ্রিক উচ্ছেদ ঘটে। জানুয়ারি মাসে চিয়াং কাই শেক আপোষরফার প্রস্তাব দিয়ে পদত্যাগ করেন এবং ক্ষমতা হস্তান্তর করেন ভাইস প্রেসিডেন্টের কাছে। যদিও ক্ষমতা তার হাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল। সেসময় কমিউনিস্ট পার্টির কারও কারও মধ্যে এমনকি সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের মধ্যেও এরকম একটি মত শক্তি পেতে থাকে যে, এই মুহূর্তে চীন বিভক্ত করে (উত্তর ও দক্ষিণ) ক্ষমতা নেয়ায় সম্মতি দেয়া দরকার। কেননা আরও অগ্রসর হলে যুক্তরাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদী হামলা চালাতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রও আসলে এটাই চাচ্ছিল। চিয়াং এর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণের কাছাকাছি প্রস্তাবমালা পাঠান মাও সেতুং। তা মেনে না নেয়ায় এপ্রিল মাসে ২১ তারিখ সামগ্রিক অভিযান শুরু হয়। চিয়াং সরকারের রাজধানী নানকিং-এর পতন ঘটে তার দুদিনের মধ্যে। অন্যান্য অঞ্চলেও আত্মসমর্পণ শুরু হয়। নভেম্বরের মধ্যে পুরো দেশ উল্লেযোগ্য কোন বাধা ছাড়াই পার্টি এবং তার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সংগঠনের কর্তৃত্বে চলে আসে।

এর আগে একইবছরের জুন মাসে পার্টি আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা গ্রহণের প্রাক্কালে, চীনের নতুন শাসনব্যবস্থা শুরুর কাজে সমর্থক, সহযোগী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অন্যান্য রাজনৈতিক দল, সংগঠন, ও বিভিন্ন ব্যক্তিকে যুক্ত করবার চেষ্টা করে। ১৯৪৬ সাল থেকেই যাদের সাথে পার্টি সম্মিলিত কাজের প্রক্রিয়া তৈরি করেছিল তাদেরসহ অন্যদের নিয়ে 'নয়া রাজনৈতিক পরামর্শ সম্মেলনের' ডাক দেয়া হয়। এর প্রস্তুতি কমিটির সভায় মাও সেতুং বলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠা এবং তার প্রতিনিধিত্বের জন্য একটি গণতান্ত্রিক মোর্চা সরকার গঠনের জন্য এই সম্মেলন প্রয়োজন। তিনি তখন এই বিষয়টিও পরিষ্কার করেন যে, 'এর মধ্য দিয়ে আধা-উপনিবেশ আধা-সামন্তবাদী অবস্থায় আটকে থাকার নিয়তি থেকে আমাদের মাতভূমি মুক্ত হবে। এবং গ্রহণ করবে স্বাধীনতা, মুক্তি, শান্তি, ঐক্য, সমৃদ্ধি এবং ক্ষমতার পথ।' মাও-এর 'জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব' ধারণাটি ততদিনে অনেক বিস্তৃত হয়েছে। তিনি বলেন, 'জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা জনগণের বিপ্লবী সুফলকে ধরে রাখবার এবং দেশি ও বিদেশিদের ক্ষমতায় ফিরে আসার সব চক্রান্ত মোকাবিলার প্রধান হাতিয়ার।'

১৯৪৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর চীনা জনগণের 'নয়া রাজনৈতিক পরামর্শ সম্মেলনের' অধিবেশন শুরু হয়। এতে অংশ নেন ১৪টি রাজনৈতিক দল ছাড়াও বিভিন্ন গ্রুপ, সংগঠন এবং দীর্ঘ বিপ্লবী সংগ্রামের সহযোগী ব্যক্তিবর্গ। এর মধ্যে অনেকেই কমিউনিস্ট ছিলেন না, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ এবং শোষণ বৈষম্য বিরোধী গণতান্ত্রিক লড়াই এর অংশীদার ছিলেন। ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১০ দিন ধরে পরিচালিত বিভিন্ন অধিবেশনে পরবর্তী সরকার ও আশু কর্মসূচি চূড়ান্ত হয়। মাও সেতুং নতুন সরকারের প্রধান নির্বাচিত হন, উপপ্রধান হন মিসেস সানইয়াৎ সেন ছাড়াও অন্য কয়েকটি দলের প্রতিনিধি। ১৯৪৯ সালের ১ অক্টোবর তিয়েন আন মেন স্কোয়ারে মাও সেতুং গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। ...(চলবে)

আনু মুহাম্মদ: লেখক, শিক্ষক। অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
ইমেইল: anu@juniv.edu